১৩৫

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা
২০১৫

সূচী ঃ-

প্রথম অধ্যায়

১। প্রারম্ভিক - সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩। যে সকল জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা যাইবে

৪। তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্যতা

৫। যে সকল ক্ষেত্রে সুরক্ষা পাইবার যোগ্যতা অর্জিত হইবে না

তৃতীয় অধ্যায়

৬। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের পদ্ধতি

৭। তদন্তের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্র ও পদ্ধতি

চতুর্থ অধ্যায়

৮. প্রাথমিক তদন্ত কার্যক্রম

পঞ্চম অধ্যায়

৯। বিভাগীয় তদন্ত কার্যক্রম

১০। বিভাগীয় তদন্ত কার্যক্রমের অনুসৃত পদ্ধতি

ষষ্ঠ অধ্যায়

১১। পুলিশ কর্তৃপক্ষের তদন্ত পদ্ধতি

সপ্তম অধ্যায়

১২। দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক আইনানুগ কার্যক্রম

অষ্টম অধ্যায়

১৩। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার , অনুসন্ধান ও তদন্ত পদ্ধতির গোপনীয়তা সংরক্ষণ.

১৪। গৃহীত ব্যবস্থার ফলাফল অবহিতকরণ

নবম অধ্যায়
বিবিধ

১৫। ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮, দুদক আইন, ২০০৪
এবং অন্যান্য আইন বিধির প্রয়োগ

১৬। অর্থদন্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে রূপান্তর

১৭। পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদান, ইত্যাদি

১৮। বিধির কার্যকারিতা

১৯। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ

২০। তফসিল

১৬৫

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ
(সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা ২০১৫

[জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন ২০১১ (২০১১ সনের ৭ নং আইন) এর আওতায় প্রণীত বিধিমালা]

যেহেতু জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীর জন্য আইনগত সুরক্ষা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ২০১১ সনের ৭ নং আইনকে কার্যকর করার নিমিত্ত একটি বিধিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন এবং যেহেতু জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীকে আইনগত সুরক্ষা প্রদান এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে সাক্ষীর নিরাপত্তা বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, সেহেতু জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ এর ১৫ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা নিম্নরূপ বিধিমালা প্রনয়ণ করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ঃ

(১) এই বিধিমালা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(১) বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) "বিধি" অর্থ ১ ধারায় উল্লেখিত বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধি;

(খ) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত "তদন্ত" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধি, (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন)- এর ৪(১) এ সংজ্ঞায়িত অনুসন্ধান (inquiry) এবং তদন্ত (investigation) উভয় পর্যায়কে অন্তর্ভূক্ত বুঝাইবে।

(গ)"নির্দেশকারী" অর্থ তথ্য প্রকাশকারীর নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যে কর্মকর্তা তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিবেন;

(ঘ)"যথাযথ কর্তৃপক্ষ" অর্থ তথ্য প্রকাশকারী হতে প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণে সহায়ক দলিল, এ সাক্ষ্য, আলামত বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহে সক্ষম বলে বিবেচিত যেকোন ব্যক্তি বা সংস্থা;

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্থে কোন সংস্থার প্রধান বা উক্ত সংস্থার সহিত সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা বা ইউনিয়ন কার্যালয় এর প্রধান বা প্রধান নির্বাহী এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা পদধারীগণও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবেন,

যথা ঃ-

(ক) সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে, প্রেসিডেন্ট;

(খ) সংসদ সদস্যের ক্ষেত্রে, স্পীকার;

(গ) বিচার বিভাগের কোন সদস্যের ক্ষেত্রে, সুপ্রীম কোর্ট এর রেজিষ্ট্রার;

(ঘ) দুর্নীতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে, দুর্নীতি দমন কমিশন;

(ঙ) সরকারি অর্থের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক;

(চ) অবৈধ বা অনৈতিক কার্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(৩) "কর্মকর্তা" অর্থে কোন সংস্থায় নির্বাচিত, মনোনীত, চুক্তিভিত্তিক বা সার্বক্ষণিকভাবে নিযুক্ত আছেন বা ছিলেন এমন ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৪) "জনস্বার্থ" অর্থ সরকার বা সরকারের নির্দেশে জনগণ বা জনগণের কিয়দংশের স্বার্থে বা কল্যাণে গৃহীত কর্ম;

(৫) "তথ্য প্রকাশকারী" অর্থ যিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করেন;

(৬) "নির্ধারিত" অর্থ এই বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৭) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(৮) "সংস্থা" অর্থ-

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা;

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্যবিধিমালার (Rules of Business) অধীন গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়;

(গ) কোন আইন বা অধ্যাদেশ দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারি তহবিল হইতে সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(চ) বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ছ) সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারি কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(জ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(৯) "অভিযুক্ত ব্যক্তি" বলিতে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৫ এর আওতায় জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ভিত্তিতে যাহাকে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করিয়া তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

৭৬

(১০) "আইন" বলিতে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন ২০১১ (২০১১ সনের ৭ নং আইন) বুঝাইবে।

(১১) "তথ্য আইন" বলিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বুঝাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩। <u>যে সকল জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা যাইবে ঃ</u>

জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর নিম্নরুপ তথ্যাদি এই বিধির অধীন আমলযোগ্য হইবেঃ

(১) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য অর্থ কোন সংস্থার এইরূপ কোন তথ্য যাহাতে প্রকাশ পায় যে কোন কর্মকর্তার-

(ক) সরকারি অর্থের অনিয়মিত ও অননুমোদিত ব্যয়;

(খ) সরকারি সম্পদের অব্যবস্থাপনা;

(গ) সরকারি সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ বা অপচয়;

(ঘ) ক্ষমতার অপব্যবহার বা প্রশাসনিক ব্যর্থতা ;

(ঙ) ফৌজদারী অপরাধ বা বেআইনী বা অবৈধ কার্য সম্পাদন;

(চ) জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা ঝুঁকিপূর্ণ কোন কার্যকলাপ; অথবা

(ছ) দুর্নীতি এর সহিত জড়িত ছিলেন, আছেন বা হইতে পারেন;

[ব্যাখ্যাঃ এই দফায় "দুর্নীতি" বলিতে Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 161 'gratification' যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে বুঝাইবে।]

(২) এই ধরণের অপরাধের ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশ করা হইলে তিনি এই আইনের আওতায় সর্ম্পূনরুপে সুরক্ষা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৪। <u>তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্যতাঃ</u>

(১) তিনি যে সকল ক্ষেত্রে সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য হইবেন তাহা নিম্নরুপঃ

(১) কোন তথ্য প্রকাশকারী বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন সঠিক তথ্য প্রকাশ করিলে, উক্ত ব্যক্তির সম্মতি ব্যতীত, তাহার পরিচিতি প্রকাশ করা যাইবে না।

(২) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সঠিক তথ্য প্রকাশের কারণে তথ্য প্রকাশকারীর বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোন বিভাগীয় মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(৩) তথ্য প্রকাশকারী কোন চাকুরীজীবী হইলে শুধু জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের কারণে তাহাকে

পদাবনতি, হয়রানিমূলক বদলী বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা বা এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না যাহা তাহার জন্য মানসিক, আর্থিক বা সামাজিক সুনামের জন্য ক্ষতিকর হয়। তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রকার বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বৈষম্যমূলক আচরণও করা যাইবে না। সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধান বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন এবং তিনি এই সুরক্ষা প্রদানের বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন। তথ্য প্রদানকারী যদি এই কারণে কোন প্রকার হয়রানি কিংবা নাজেহাল হন তাহা হইলে অফিস প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার দায়ে দায়ী হইতে পারেন এবং তিনি এজন্য কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাপোষণ করিলে বিভাগীয় মামলার সম্মুখীন হইতে পারেন।

(৪) উপ-বিধি (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, বিধি ৩ এর উপবিধি (১) এর অধীন প্রকাশিত তথ্য কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ এবং তথ্য প্রকাশকারীকে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় সাক্ষী করা যাইবে না এবং মামলার কার্যক্রমে এমন কোন কিছু প্রকাশ করা যাইবে না যাহাতে উক্ত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশিত হয় বা হইতে পারে।

(৫) কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণের অর্ন্তভুক্ত

কোন বহি, দলিল বা কাগজ পত্রে যদি এমন কিছু থাকে, যাহাতে তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় অন্তর্ভূক্ত থাকে, তাহা হইলে আদালত কোন ব্যক্তিকে, উক্ত বহি, দলিল বা কাগজপত্রের যে অংশে উক্তরুপ পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকে সেই অংশ পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান করিবে না।

(৬) এই বিধিতে অন্য যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন মামলার শুনানীকালে আদালতের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য প্রকাশকারী ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন অথবা তথ্য প্রকাশকারীর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ ব্যতীত উক্ত মামলায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, তাহা হইলে আদালত সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় প্রকাশ করিতে পারিবে এবং মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১০ এর বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫। <u>যে সকল ক্ষেত্রে সুরক্ষা পাইবার যোগ্যতা অর্জিত হইবে</u> নাঃ

৩৩

(১) মিথ্যা জানিয়া বা তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত না হইয়া কোন তথ্য প্রকাশকারী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোন ভিত্তিহীন তথ্য প্রকাশ করিলে, যাহা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য নহে বা যে তথ্যের ভিত্তিতে এই আইনের অধীন তদন্ত বা বিচার কার্য পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তিনি মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) এছাড়া দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ২১১ অনুযায়ীও তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা যাইবে।

(৩) তথ্য প্রকাশকারী কোন সরকারি কর্মকর্তা হইলে এবং তিনি আইনের ১০ ধারার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনের উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত দন্ড ছাড়াও বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৪) বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল বিধিমালা ১৯৮৫) এবং পরবর্তীতে এর যাবতীয় সংশোধনীর পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

৬। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের পদ্ধতি ঃ

(১) কোন তথ্য প্রকাশকারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট, যুক্তিযুক্ত বিবেচনায়, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সঠিক তথ্য প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) কোন তথ্য প্রকাশকারী, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সঠিক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি -

(ক) যুক্তিসঙ্গত কারণে তিনি বিশ্বাস করেন যে তথ্যটি সত্য ; বা

(খ) তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকিলেও তিনি এইরুপ বিশ্বাস করেন যে, তথ্যটি সত্য হইতে পারে এবং তথ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া উহার সত্যতা যাচাই করা সমীচীন।

(৩) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন তথ্য, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট, লিখিতভাবে সরাসরি হাতে হাতে, ডাকযোগে বা যে কোন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা যাইবে।

(৪) প্রকাশিত প্রত্যেকটি তথ্য, প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয় এইরুপ সহায়ক দলিলাদি বা উপকরণ দ্বারা, যদি থাকে, সমর্থিত হইতে হইবে।

(৫) এই বিধিমালার তফসিলের ফরম ১ এ বর্ণিত বিষয়সমুহ উল্লেখপূর্বক যে কোন ব্যক্তি বা সরকারি

কর্মকর্তা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করিতে পারিবে।

(৬) এই বিধিমালার আওতায় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রত্যেক সরকারি /বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে একজন কর্মকর্তাকে "ডেজিগনেটেড অফিসার" হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করিতে হইবে। এই মনোনয়ন প্রদান করা হইবে যদি কোন অফিসে এই বিধিমালার আওতায় কোন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারী কোন তথ্য প্রকাশ করেন।

(৭) এই বিধিমালার তফসিলের ফরম ২ এ বর্ণিত বিষয়সমুহ উল্লেখপূর্বক তথ্য প্রকাশকারীর ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত একটি রেজিষ্টার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। তথ্য প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থার ডেজিগনেটেড অফিসার তথ্য প্রকাশকারীর ব্যক্তিগত তথ্য গোপনীয়ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। ইহা কোনভাবেই যাহাতে প্রকাশ হইয়া না যায় তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গোপনীয়তার যাবতীয় বিধিবিধান অনুসরণ করিবেন। ইহার গোপনীয়তা নষ্ট হইলে তার জন্য উক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন।

এছাড়া যদি তদন্তের জন্য গৃহীত না হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। তদন্তে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হইলে কোন্ প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হইবে তাহার বিবরণ থাকিতে হইবে। তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হইলে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ থাকিতে হইবে। তথ্য

প্রকাশকারীকে অবগত করা হইবে কিনা এ বিষয়েও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হইবে। ভিন্ন কোন প্রতিষ্ঠানে তদন্তের জন্য প্রেরিত হইলে তাহা তথ্য প্রকাশকারীকে অবগত করা হইবে কিনা সে বিষয়টিরও উল্লেখ করিতে হইবে। তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় গোপন করার লক্ষ্যে কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে এবং তদন্তের জন্য ভিন্ন কোন প্রতিষ্ঠান একই সাথে এ ধরণের তথ্য প্রকাশ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ পাইয়া থাকিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানার বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(৮) প্রত্যেক ডেজিগনেটেড অফিসার একটি অভিযোগ অর্থাৎ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের রেজিষ্টার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

এই রেজিষ্টারে কি ধরণের তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন। এই বিধিমালার তফসিলের ফরম ৩ এ বর্ণিত বিষয়সমুহ উল্লেখপূর্বক তথ্য প্রকাশকারীর তথ্য গোপনীয়তার বিধির আলোকে এই রেজিষ্টার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

(৯) প্রত্যেকমন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর /সংস্থা/ স্বশাসিত বা বিধিবদ্ধ সংস্থায় একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে এই বিধির আওতায় "ডেজিগনেটেড অফিসার" হিসেবে নিয়োগ করার পর তাহাকে তথ্য

নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে।

(৯) তিনি এ তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত একটি রেজিষ্টার তফসিলে বর্ণিত ফরম-৩ অনুযায়ী সংরক্ষণ করিবেন যাহা গোপনীয় পর্যায়ের রেজিষ্টার হিসেবে গণ্য হইবে। এই রেজিষ্টারে তিনি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য যাহা কি ধরণের অপরাধের সঙ্গে সর্ম্পকিত তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সেইসাথে যিনি বা যাহারা এই অপরাধের সংগে সংশ্লিষ্ট তাহাদের নাম ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিবেন। একইসাথে তথ্যদাতার নাম ও ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(১০) বিধি ৬ এর উপবিধি (১) এ উল্লিখিত জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য দাখিলকারী ব্যক্তিকে কোন প্রকার হয়রানির শিকার করা যাইবে না।

(১১) বিধি ৬ এর উপবিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত তথ্যসমূহ প্রতিষ্ঠান প্রধান বা তার মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে তফশিলে বর্ণিত ফরম- ৪ অনুযায়ী পূর্বক যাচাই বাছাই পূর্বক অভিযোগের বিষয়টি মূল্যায়ন করিবেন।

(১২) যাচাই বাছাইকালে প্রতিষ্ঠান প্রধান বা তার মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মকর্তাগণ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্যের সমর্থনে দাখিলকৃত প্রাথমিক তথ্য ও উপাত্ত এবং দলিল তফশিলে বর্ণিত ফরম- ৫ অনুযায়ী বিবেচনা করিবে এবং কোন্ কোন্ তথ্যের উপর প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনা করা প্রয়োজন

তাহার একটি তালিকা তৈরী করিবে এবং যে সকল তথ্য তুচ্ছ, বিরক্তিকর বা যথার্থতা পাওয়া যাইবে না মর্মে প্রতীয়মান হইবে তাহারও একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(১৩) প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনার পর তফশিলে বর্ণিত ফরম- ৬ অনুযায়ী দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যের সত্যতা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান বিভাগীয় ভিত্তিতে কিংবা ফৌজদারী বা দুদকের বিবেচনাযোগ্য মামলা হতে পারে কিনা সে বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। যদি দেখা যায় যে, মামলাটি বিভাগীয় মামলার মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য তাহাহইলে উক্ত বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট কিংবা এতদবিষয়ে গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত বোর্ড এর নিকট বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য প্রেরণ করিবেন।

(১৪) প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনার পর তফশিলে বর্ণিত ফরম- ৭ অনুযায়ী দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যের সত্যতা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান উক্ত বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা কিংবা এই বিষয়ে গঠিত তদন্ত বোর্ড এর নিকট প্রয়োজনীয় তদন্ত ও প্রতিবেদন প্রদানের জন্য প্রেরণ করিবেন। সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা কিংবা এই বিষয়ে গঠিত তদন্ত বোর্ড ১ (এক) মাসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(১৫) এছাড়া উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত হইলে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তফশিলে বর্ণিত ফরম- ৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।

(১৬) এজাহার দায়েরের পর এজাহারে বর্ণিত অপরাধের বিষয় দুদক আইন ২০04 এর তফসিলভুক্ত হইলে দুর্নীতি দমন কমিশন এবং অন্য আমলযোগ্য ও ধর্তব্য অপরাধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ তদন্ত করিবে।

(১৭) মামলার বিষয়বস্তু দুর্নীতির সংগে সংশ্লিষ্ট হইলে মামলাটি তফশিলে বর্ণিত ফরম- ৯ অনুযায়ী সরাসরি দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরণ করা যাইবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে তফশিলে বর্ণিত ফরম ১০ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(১৮) মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাদের নিজ নিজ আইন ও বিধি মোতাবেক তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন। তদন্ত শেষে ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি তফসিলে বর্ণিত ফরম-১১ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করিবেন। ইহা ছাড়া তদন্ত শেষে ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি তফসিলে বর্ণিত ফরম-১১ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করিবেন। ঠিক একইভাবে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক মামলা রুজু ও তদন্ত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে দুদককেও একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি তফসিলে বর্ণিত ফরম-১২ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

(১৯) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীকে তার আবেদনের ভিত্তিতে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে তফসিলে বর্ণিত ফরম-১৩ অনুযায়ী অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৭। <u>তদন্তের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্র ও পদ্ধতি</u>ঃ

(১) কোন তথ্য প্রকাশকারী জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করিলে, তিনি, সংশ্লিষ্ট তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে তদন্তের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ বা অন্য যে কোন তদন্তকারী কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোন তথ্য প্রকাশকারীকে এইরূপ কোন তদন্তে সহায়তা করিতে বাধ্য করা যাইবে না, যাহার ফলে তাহার জীবন ও শারীরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা তিনি ভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারেন।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, তদন্তকারী কর্মকর্তা, তদন্তের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য যে কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিকট সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সহায়তা প্রদান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

৮। **তদন্তের কার্যক্রম ও তদন্তের সময়সীমা ঃ**

(১) প্রাথমিক তদন্তকালে কর্তৃপক্ষ যথাযথ মনে করিলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশের মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখ, সময় ও উপস্থিতির স্থান উল্লেখ পূর্বক কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের সময় প্রদান পূর্বক হাজির হইবার জন্য নির্দেশনা দিতে পারিবে।

(২) এইরূপ নোটিশ পাওয়া মাত্র অভিযুক্ত ব্যক্তি হাজির হইবার বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাত করিবেন অথবা সময় চাহিয়া আবেদন করিতে পারিবেন। তবে এইরূপ আবেদিত সময়ের মেয়াদ কোনক্রমেই একমাসের বেশী হইবে না।

(৩) যদি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের সাথে অভিযুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিদেশে অবস্থান করেন এবং বিদেশ হইতে যোগাযোগের আগ্রহ প্রকাশ করেন তাহা হইলে তাহাকে সেই সুযোগ দিতে হইবে। অর্থাৎ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি ইমেইল/ ফ্যাক্স কিংবা স্কাইপ যোগাযোগ অথবা ইলেক্ট্রনিক যে কোন ধরণের যোগাযোগের মাধ্যমে তাহার অভিযোগ খন্ডাইতে পারিবেন।

(৪) তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রয়োজন মনে করিলে ইলেকট্রনিক সিগনেচারের মাধ্যমেও তার জবাব ইমেইলে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৫) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন বিষয় তদন্তকালে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমত, যথাযথ কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রকাশকারীর নিকট হইতে, প্রয়োজনে, প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করিতে পারিবে। তবে ইহার জন্য তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৮) প্রাথমিক তদন্তের পর যদি অভিযোগটি এমন ধরণের হয় যে, তাহা সরকারি কর্মচারী শৃংখলা ও আপীল বিধির আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হইতে পারে, তাহা হইলে তাহা সরকারি কর্মচারী শৃংখলা ও আপীল বিধি, ১৯৮৫ এবং তদসম্পর্কিত সংশোধনীর আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৯) প্রাথমিক তদন্তের পর যদি অভিযোগটি এমন ধরণের হয় যে, তাহা দন্ডবিধি ১৮৬০ এর আওতাভূক্ত অপরাধের

পর্যায়ভুক্ত তাহা হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রয়োজনীয় এজাহার দায়েরের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(১০) প্রাথমিক তদন্তের পর যদি অভিযোগটি এমন ধরণের হয় যে তাহা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ -এর সিডিউলে বর্ণিত অপরাধের পর্যায়ে পরে তাহা হইলে তাহা দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

৯। **বিভাগীয় তদন্ত কার্যক্রম ও তদন্তের সময়সীমা ঃ**

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন কর্মচারী নিম্নোক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত হন; তাহা হইলে এই বিধির অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে-

যথা ঃ-

(ক) দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী ; অথবা

(খ) অসদাচরণের জন্য দায়ী হন; অথবা

(গ) অদক্ষ হন বা দক্ষতা হারিয়ে ফেলেন; অথবা

(ঘ) ক্ষমতার অপব্যবহার করেন; অথবা

(ঙ) তার প্রকাশ্য আয়ের সাথে সংগতি রক্ষা না করিয়া জীবন যাপন করেন।

উপর্যুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী তদন্ত প্রক্রিয়াসমূহ ও তদন্তের সময়সীমা এবং দন্ড প্রদান পদ্ধতি অনুসৃত হইবে।

১০। **বিভাগীয় তদন্ত কার্যক্রমের অনুসৃত পদ্ধতি ঃ**

(৬) বিভাগীয় তদন্তকালে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যথাযথ মনে করিলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশের মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখ, সময় ও উপস্থিতির স্থান উল্লেখপূর্বক কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের সময় প্রদান পূর্বক হাজির হইবার জন্য নির্দেশনা দিতে পারিবে।

(৭) এইরূপ নোটিশ পাওয়া মাত্র অভিযুক্ত ব্যক্তি হাজির হইবার বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাত করিবেন অথবা সময় চাহিয়া আবেদন করিতে পারিবেন। তবে এইরূপ আবেদিত সময়ের মেয়াদ কোনক্রমেই একমাসের বেশী হইবে না।

(৮) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি বিদেশে অবস্থান করেন এবং বিদেশ হইতে যোগাযোগের আগ্রহ প্রকাশ করেন তাহা হইলে তাহাকে সেই সুযোগ দিতে হইবে। অর্থাৎ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি ইমেইল/ ফ্যাক্স কিংবা স্কাইপ

যোগাযোগ অথবা ইলেক্ট্রনিক যে কোন ধরণের যোগাযোগের মাধ্যমে তাহার অভিযোগ খন্ডাইতে পারিবেন।

(৯) তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রয়োজন মনে করিলে ইলেকট্রনিক সিগনেচারের মাধ্যমেও তার জবাব ইমেইলে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(১০) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন বিষয় তদন্তকালে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমত, যথাযথ কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রকাশকারীর নিকট হইতে, প্রয়োজনে, প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করিতে পারিবে। তবে ইহার জন্য তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(১১) বিভাগীয় তদন্তকালে বা তদন্ত অনুষ্ঠানের পর যদি দেখা যায় যে-

(ক) প্রকৃত ঘটনা ও অভিযোগ তুচ্ছ প্রকৃতির, বিরক্তিকর এবং ভিত্তিহীন ; অথবা

(খ) তদন্ত ও আইনানুগ কার্যক্রম চালাইবার মত যথেষ্ট কোন কারণ ও উপাদান বিদ্যামান নাই-তাহা হইলে

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম বন্ধ করিবে।

(১২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা পোষণ করিলে নিজে তদন্ত করিতে পারিবে কিংবা অন্য একজন কর্মকর্তা দ্বারা তদন্ত করাইতে পারিবে অথবা তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিতে পারিবে। তবে কোনক্রমেই এইরুপ তদন্ত কর্মকর্তা বা কমিটির কোন সদস্য অভিযুক্ত ব্যক্তির নিম্ন পদমর্যাদা পর্যায়ের কোন কর্মকর্তা হইতে পারিবে না।

(১৩) বিভাগীয় তদন্তের পর যদি অভিযোগটি এমন ধরণের হয় যে, তাহা সরকারি কর্মচারী শৃংখলা ও আপীল বিধির আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হইতে পারে, তাহা হইলে তাহা সরকারি কর্মচারী শৃংখলা ও আপীল বিধি, ১৯৮৫ এবং তদসম্পর্কিত সংশোধনীর আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(১৪) বিভাগীয় তদন্তের পর যদি অভিযোগটি এমন ধরণের হয় যে, তাহা দন্ডবিধি ১৮৬০ এর আওতাভূক্ত অপরাধের পর্যায়ভুক্ত তাহা হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রয়োজনীয় এজাহার দায়েরের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(১৫) বিভাগীয় তদন্তের পর যদি অভিযোগটি এমন ধরণের হয় যে তাহা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ -এর সিডিউলে বর্ণিত অপরাধের পর্যায়ে পরে তাহা হইলে তাহা দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(১১) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত অনুষ্ঠানের পর যদি দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কিংবা ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগটি সত্য ও সঠিক, তাহা হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কর্মকর্তার নিকট কিংবা দুর্নীতি দমন কমিশনের নিকট প্রেরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গোপনীয়তা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে কোনভাবেই তথ্য প্রকাশকারীর নাম ঠিকানা প্রকাশ না পায়। এই বিষয়ে বিধিমালায় উল্লেখিত তফসিলে বর্ণিত ফরম- অনুসারে পুলিশী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অথবা তফসিলে বর্ণিত ফরম- ৯ অনুসারে দুদকের নিকট প্রেরণ করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১১। পুলিশ কর্তৃপক্ষের তদন্ত পদ্ধতি ঃ

(১) এফ আই আর দায়েরের পদ্ধতি ঃ

আইনের ধারা ৬ (৫) অনুসারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যখন অভিযোগটি সত্য ও সঠিক মর্মে বিবেচনা করিবেন এবং পুলিশের ধর্তব্য অপরাধ গণ্য করিবেন তখন তিনি উহা থানায় প্রেরণ করিবেন, তখন সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক উহার প্রেক্ষিতে এফ আই আর দায়ের করিতে হইবে। এফ আই আর দায়েরের পর ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ শেষে অর্থ্যাৎ চার্জশীট বা ফাইনাল রিপোর্ট যাহাই আদালতে দায়ের করা হউক না কেন তাহা সংশ্লিষ্ট অভিযোগ প্রেরণকারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে তফশিলে বর্ণিত ফরম- ১২ ও ১৩ অনুযায়ী অবহিত করিতে হইবে।

(২) এছাড়া মামলা আদালতে চলাকালীন সময়ে সময়ে ইহার অগ্রগতি সম্পর্কেও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত রাখিতে হইবে।

(৩) মামলার চূড়ান্ত রায় প্রাপ্তির পর তাহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে। ইহাছাড়া মামলার ফলাফল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাশিত বিবেচিত না হইলে এই বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনানুযায়ী উচ্চতর আদালতের শরনাপন্ন হইতে পারিবে। সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা এই বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

সপ্তম অধ্যায়

১২। দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক আইনানুগ কার্যক্রম ঃ

কমিশন অনুসন্ধান ও তদন্ত পদ্ধতি ঃ

(১) আইনের ধারা ৬ (৫) অনুসারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যখন অভিযোগটি সত্য ও সঠিক মর্মে বিবেচনা করিবেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুযায়ী ধর্তব্য অপরাধ গণ্য করিবেন তখন অভিযোগটি দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরণ করিবেন। কমিশন কর্তৃক দুদক আইন ২০০৪ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭ অনুযায়ী অনুসন্ধান ও তদন্তের সময়সীমা অনুসৃত হইবে। তদন্তের ফলাফল সর্ম্পকে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ প্রেরণকারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(২) এছাড়া মামলা আদালতে চলাকালীন সময়ে ইহার অগ্রগতি সর্ম্পকেও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত রাখিতে হইবে।

(৩) মামলার চূড়ান্ত রায় প্রাপ্তির পর তাহা অবশ্যই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে। ইহাছাড়া মামলার ফলাফল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাশিত বিবেচিত

না হইলে এই বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনানুযায়ী উচ্চতর আদালতের শরনাপন্ন হইতে পারিবে।

(৪) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দুদক আইন ২০০৪ এর তফসিলে উল্লিখিত অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের জেলা কার্যালয় বা বিভাগীয় কার্যালয় বা প্রধান কার্যালয়ে অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবে।

(৫) উল্লিখিত অভিযোগ দাখিলকারী কর্তৃপক্ষ দাবী করিলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে অভিযোগ প্রাপ্তির প্রমাণ হিসাবে অভিযোগ প্রাপ্তির নম্বর ও তারিখ সম্বলিত একটি রশিদ প্রদান করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

১৩। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার, অনুসন্ধান ও তদন্ত পদ্ধতির গোপনীয়তা সংরক্ষণঃ

(১) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত গোপনীয়তা রক্ষা করিতে হইবে।

(২) এই গোপনীয়তা অফিসিয়াল সিক্রেট এ্যাক্ট ১৯২৩ এর আলোকে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

১৪। **গৃহীত ব্যবস্থার ফলাফল অবহিতকরণঃ**

(১) কোন তথ্য প্রকাশকারী কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথভাবে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন তথ্য প্রকাশ করা হইলে, তথ্য প্রকাশকারী অনুরোধ করিলে, সংশ্লিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা তাহাকে, তাহার গোপনীয়তা অক্ষুন্ন রাখিয়া অবহিত করিতে হইবে।

নবম অধ্যায়
বিবিধ

১৫। ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮, দুদক আইন, ২০০৪ এবং অন্যান্য আইন বিধির প্রয়োগ ঃ

(১) এই বিধিমালায় ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act Vof 1898) – এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর বিধানাবলী এবং দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন বিধি প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহাছাড়া বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারি শৃংখলা ও আপীল বিধি, ১৯৮৫ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৪) তথ্য গোপনীয়তার ক্ষেত্রে Official Secret Act, 1923 এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৬। **অর্থদন্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে রূপান্তর ঃ**

(ক) উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে সরকারি সম্পদ উদ্ধার বা অপচয় রোধের প্রকৃতি, ধরণ ও বর্ণনা ইত্যাদি উল্লেখ করে একটি তালিকা প্রণয়ন করিবে

(খ) আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত আদালত কর্তৃক আইনের ধারা ১০ এর অধীন আরোপিত অর্থদন্ডকে, তথ্য প্রকাশকারীর দ্বারা ভিত্তিহীন বা মিথ্যা তথ্য প্রকাশের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি উক্তরুপ ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে দাবী উথাপন করিতে পারিবে এবং অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দন্ডিত তথ্য প্রকাশকারীর নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

৫৮৯

১৭। **পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদান, ইত্যাদি ঃ**

কোন তথ্য প্রকাশকারীর তথ্যের ভিত্তিতে এই বিধিমালার অধীন আনীত অভিযোগ বা অপরাধ আদালত কর্তৃক প্রমাণিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীকে তফসিলে বর্ণিত ফরম- ১৪ অনুসারে লিপিবদ্ধকরণ পূর্বক যথাযথ পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদান করিতে পারিবে।

১৮। **বিধির কার্যকারিতা ঃ**

এই বিধিমালার অধীন গৃহীত কার্যক্রম সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধিমালা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

১৯। **ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ ঃ**

(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য (Authentic English Text) পাঠ প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই বিধিমালার বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল ঃ

ফরম -১

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান)
বিধিমালায় তথ্য প্রকাশের ফরম
[বিধি ৬(৫) দ্রষ্টব্য]

[বি:দ্র: - আমি নিম্নে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ বিধিমালার আওতায় আমার অধিকার ও দায়িত্ব এবং এর সুরক্ষা প্রাপ্তির বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া জনস্বার্থে এ তথ্য প্রকাশের ফরম পূরণ করিলাম]

নাম: বয়স:
পিতার নাম: জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর:
ঠিকানা ই-মেইল:
ফোন

তথ্য প্রকাশের বর্ণনা ঃ

১। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নাম;

২। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী (চাকুরীজীবির ক্ষেত্রে);

৩। তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে অনিয়মসমূহ;

৪। অভিযোগ সংঘটনের তারিখ;

৫। তথ্য প্রকাশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;

৬। সংযুক্ত তথ্যাদির বর্ণনা ও সাক্ষীর নাম ঠিকানা (যদি থাকে)।

৭। তথ্য প্রকাশের বিষয়টি ইতোপূর্বে অন্য কোথাও জানানো হইয়াছে কি? হইয়া থাকিলে তাহার বর্ণনা;

৮। প্রকাশকারীর ঘোষণা

(ক) আমি উপরোক্ত বর্ণনা সত্য ও সঠিক মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি। প্রকাশকৃত তথ্য যদি ভ্রান্তিমূলক/মিথ্যা বা কোন প্রকার অসৎ উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে আমার কোন প্রকার সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার থাকিবে না।

(খ) আমি তদন্তের প্রয়োজনে আমার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিব।

(গ) আমি জানি যে, এই বিধিমালার আওতায় আমি কোন প্রকার সুরক্ষা পাইব না, যদি আমি তদন্তের সময় কোন সহযোগিতা চাইলে তাহা প্রসারিত না করি।

(ঘ) আমি জানি যে, আমি এই তথ্য প্রকাশ সম্পর্কে পরবর্তীতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট প্রকাশ করিব না। ভিন্নভাবে এরূপ তথ্য প্রকাশিত হইলে আমার সুরক্ষার অধিকার থাকিবে না।

(ঙ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই বিধিমালার আওতায় কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হইয়াছে জানিয়াও যদি আমি কোনভাবে এ তথ্য প্রকাশ করি, তাহা হইলে আমার এইরূপ তথ্য প্রকাশের দ্বারা অপরাধ হইতে পারে ইহা আমি জানি।

নাম:

পদবী:

ঠিকানাঃ

ইমেইলঃ

মোবাইলঃ

অফিসের ব্যবহারের জন্য

তথ্য প্রকাশের নম্বর ঃ

তথ্য সংগ্রহকারী কর্মকর্তার নাম ঃ

তথ্য প্রাপ্তির সময় ও তারিখ ঃ

৭৫

<u>ফরম-২</u>

তথ্য প্রকাশের রেজিস্ট্রার-

[বিধি ৬(৭) দ্রষ্টব্য]

তথ্য প্রকাশের নম্বর- রেজিস্ট্রার নং-

<u>তথ্য প্রকাশকারীর ব্যক্তিগত তথ্য</u>

১।

নাম: বয়স:

পিতার নাম: জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর:

ঠিকানা ই-মেইল:

ফোন

২। পদবী, অফিসের ঠিকানা

৩। তথ্য প্রকাশকারী ও অভিযোগ সংশ্লিষ্ট অফিসের সম্পর্ক

৪। তথ্য প্রকাশ সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা

৫। তথ্য প্রকাশ সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা

৬। তথ্য প্রকাশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার/কর্মচারী/ ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা ঃ

ক)

খ)

গ)

৭। তথ্য প্রকাশের ধরণ ও প্রকৃতি ঃ

ক) দুর্নীতি সংক্রান্ত;

খ) ফৌজদারী অপরাধ সংক্রান্ত:

গ) ক্ষুদ্র ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত;

৮। **তথ্য প্রকাশ যে কর্তৃপক্ষের নিকট করা হইয়াছে সে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবহার সংক্রান্তঃ**

(ক) যিনি তথ্যটি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার নাম, পদবী ও ঠিকানা ঃ

(খ) যিনি তথ্যটি যাচাই বাছাই করিয়াছেন উক্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা ঃ

৯। যাচাই-বাছাইয়ের পর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত:

ক) দুর্নীতি সংক্রান্ত;

খ) ফৌজদারী অপরাধ সংক্রান্ত:

গ) ক্ষুদ্র ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত;

১০। যদি তদন্তের জন্য গৃহীত না হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ।

১১। তদন্তে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হইলে কোন্ প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হইবে তাহার বিবরণ ঃ

১২। তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হইলে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ ঃ

৩। তথ্য প্রকাশকারীকে অবগত করা হইবে কিনা ঃ

১৪। ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত হইলে তাহা তথ্য প্রকাশকারীকে অবগত করা হইবে কিনা ঃ

১৫। তথ্য প্রকাশকারীর পরিচয় গোপন করার লক্ষ্যে কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে?

১৬। তদন্তের জন্য ভিন্ন কোন প্রতিষ্ঠান একই সাথে এ ধরণের তথ্য প্রকাশ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ পাইয়া থাকিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ

১৭। বিশেষ কোন মন্তব্যঃ

অফিস প্রধান বা তার
মনোনীত ব্যক্তির স্বাক্ষর ও সীল

ফরম- ৩

(জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ভিত্তিতে প্রাপ্ত অভিযোগ রেজিষ্ট্রার)
[বিধি ৬ (৯) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, পদবী, বেতনক্রম ও কর্মস্থলের ঠিকানা	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ভিত্তিতে অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ভিত্তিতে অভিযোগকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ভিত্তিতে অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ভিত্তিতে অভিযোগ প্রাপ্তির পর গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

অফিস প্রধান বা তার
মনোনীত ব্যক্তির স্বাক্ষর
ও সীল

ফরম -৪

তথ্য প্রকাশ যাচাই-বাছাই কালে অনুসরণীয় প্রতিবেদন ফরম
[বিধি ৬(১১) দ্রষ্টব্য]

এই তথ্য প্রকাশ অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত হিসাবে বিবেচিত হইল কিনা-

ক্র: নং	তথ্য প্রকাশের বর্ণনা	হ্যাঁ/না	মন্তব্য
ক)	এ তথ্য প্রকাশ সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকারি কর্মকর্তা কিংবা কোন কোম্পানী বা বেসরকারি ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ কিনা		
খ)	এ তথ্য প্রকাশ অনুসন্ধানযোগ্য হইলে কোন্ সংস্থা অনুমোদনের জন্য উপযুক্ত		
গ)	কর্তৃপক্ষের সরাসরি তদন্তে প্রেরণের ক্ষমতা আছে কিনা		
ঘ)	কর্তৃপক্ষ যথাযথ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন আছে কিনা অথবা উচ্চ কোন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার প্রয়োজন আছে কি না		
ঙ)	তথ্য প্রকাশ দূরভিসন্ধিমূলক কিনা		
চ)	তথ্য প্রকাশ মিথ্যা, বিরক্তিকর ও অস্বচ্ছ কিনা		
ছ)	তথ্য প্রকাশের কাজে যে সকল ডকুমেন্ট দেওয়া হইয়াছে তাহা যথাযথ কিনা		
জ)	এই তথ্য প্রকাশ ভিন্ন কোন সংস্থা দ্বারা তদন্ত করানো হইয়ছে কি না		

আমি অফিস প্রধান/মনোনীত কর্মকর্তা এই তথ্য প্রকাশ তদন্তযোগ্য মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি এবং এই তথ্য প্রকাশের যাবতীয় গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্চিয়তা প্রদান করিতেছি।

অফিস প্রধান বা তার
মনোনীত ব্যক্তির স্বাক্ষর ও সীল

ফরম- ৫

প্রাথমিক তদন্ত সমাপনান্তে দাখিলকৃত

প্রতিবেদনের ফরম

{বিধি ৬ (১২) দ্রষ্টব্য}

স্মারক নং   তারিখ ঃ............

প্রেরক ঃ
নাম ঃ
পদবী ঃ
দপ্তর ঃ

প্রাপক ঃ
নাম ঃ
পদবী

বিষয় ঃ
সূত্র ঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য গত ....তারিখে এই অভিযোগটি আমার নিকট অর্পন করা হয়। এই বিষয়ে আমার প্রতিবেদন নিম্নে প্রদান করা হইল।

২৫০

(নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ করিতে অপারগ হইলে তাহার যুক্তিসংগত কারণ ব্যাখ্যা করিতে হইবে)।

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম, বর্তমান ঠিকানা, পদবীঃ

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারি কর্মকর্তা হইলে তাহার বর্তমান বেতনক্রম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(খ) অভিযোগের বিবরণ (অভিযোগের ক্রমানুসারে সুস্পষ্টভাবে)।

১.
২.
৩.

(গ) অভিযোগ প্রমাণের জন্য সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ যে সব রেকর্ডপত্র যাচাই করা হইয়াছে তাহার বিবরণ।

(ঘ) অভিযোগ প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থাবর অস্থাবর সম্পদের ধারাবাহিক বিবরণঃ

- জমি (কৃষি/অকৃষি)ঃ
- গৃহসম্পদঃ
- ফ্যাক্টরী বিল্ডিংঃ

১৫৫

- শিল্পস্থাপনাঃ
- সম্পদ ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্যঃ
- বিশারদের মতামতঃ
- তথ্য পর্যালোচনাঃ

(চ) অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়বস্তু অথবা অভিযোগ প্রমাণে সহায়ক ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনা করিয়া মন্তব্য ঃ

(ছ) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার সমাপনী মন্তব্যসহ চূড়ান্ত প্রস্তাবঃ

(স্বাক্ষর)
নাম ঃ
পদবী ঃ
দপ্তর ঃ

ফরম -৬

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের মূল্যায়নী ফরম

(বিধি ৬(১৩) দ্রষ্টব্য)

ক্র: নং	তথ্য প্রকাশের বর্ণনা	হ্যাঁ/না	মন্তব্য
ক)	ইহা সরকারি সম্পত্তি ও সরকারি কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ কিনা		
খ)	সরকারি কার্যক্রমের পারফরমেন্সের সাথে সম্পর্কিত কিনা		
গ)	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে চিহ্নিত করিয়া তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে কিনা		
ঘ)	তথ্য প্রকাশ বিশ্বাসযোগ্যভাবে সত্য ও সঠিক কিনা		
ঙ)	এই বিধিমালার আওতায় সকল বিধি জানিয়া বুঝিয়া তিনি এ তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন কিনা		

আমি এই তথ্য প্রকাশের জন্য অফিস প্রধান হিসেবে প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ যথাযথভাবে মূল্যায়ন করিয়াছি ও রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করিয়াছি ও যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছি।

আমি অদ্য------তারিখে এই তথ্য প্রকাশ লিপিবদ্ধ করিলাম।

অফিস প্রধান বা তার
মনোনীত ব্যক্তির নাম
স্বাক্ষর ও সীল

ফরম- ৭

বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণের ফরম

[{বিধি ৬ (১৪) দ্রষ্টব্য}]

....................................কার্যালয়...

স্মারক নং

[বিভাগীয় মামলা নং

তারিখ:

বিষয় ঃ মামলা দায়ের।

প্রাথমিক তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করিয়া ------------ কার্যালয় পরিতুষ্ট হইয়া জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি- -- এর উপ-বিধি --এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত ধারায় মামলা দায়ের এর জন্য অনুমোদন জ্ঞাপন করা হইল ঃ

ক্র: নং	নাম, পদবী (যদি থাকে) ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
(১)		
(২)		
(৩)		

৮১৫

(স্বাক্ষর) নাম ও পদবী-

দপ্তর ও তারিখ-

ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা

থানা----------------

জেলা---------------

ফরম- ৮

পুলিশ কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম গ্রহণের ফরম

[{বিধি ৬ (১৪) দ্রষ্টব্য}]

...................................কার্যালয়...

স্মারক নং

[থানার মামলা নং

তারিখঃ .... ।

বিষয় ঃ মামলা দায়ের ।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ জনাব ----- পদবী (যদি থাকে) ---- অফিস ---- কর্তৃক দাখিলকৃত প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করিয়া এই থানায় মামলা নম্বর --- তারিখ --- ধারা--- ও আইনের নাম------------ অনুযায়ী অভিযুক্ত জনাব ---- পিতাঃ

----জনাব ---- গ্রামঃ ---- পোঃ ---- উপজেলাঃ--- জেলাঃ ---- এর বিরুদ্ধে এফ আই আর রুজু করা হইল ।

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা ২০১৫ এর সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানের আলোকে তথ্য প্রদানকারীকে যাবতীয় সুরক্ষা প্রদান করা হইবে ।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিদিগকে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী তিনি যাবতীয় সুরক্ষা পাইবেন ।

ক্র: নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	গুরক্ষার ধরণ
(১)		
(২)		
(৩)		

(স্বাক্ষর)

নাম ও পদবী-

দপ্তর ও

তারিখ-

জনাব -----

পিতাঃ

গ্রামঃ --- ------ পোঃ ------------ উপজেলাঃ-----------

জেলাঃ -----------

ফরম- ৯

দুদকের নিকট অভিযোগ প্রেরণ

[{বিধি ৬ (১৭) দ্রষ্টব্য}]

.................................কার্যালয়...

স্মারক নং   তারিখ:

বিষয় ঃ অভিযোগ প্রেরণ।

বিভাগীয় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন/ ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করিয়া ------------ কার্যালয় পরিতুষ্ট হইয়া জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ৬ এর উপ-বিধি- ১২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য দুদকে মামলাটি প্রেরণ করা হইল ঃ

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	অপরাধের ধারা
(১)		
(২)		
(৩)		

(স্বাক্ষর)

নাম- ও পদবী ঃ

মাননীয় চেয়ারম্যান   অফিসঃ--

দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা

ফরম- ১০

দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম গ্রহণের ফরম

{বিধি ৬ (১৭) দ্রষ্টব্য}

১। মামলার সূত্র ঃ মামলা নং ধারা তারিখ

২। মামলা দায়েরকারীর নাম, পদবী, বর্তমান ঠিকানাঃ ঃ

৩। তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী, বর্তমান ঠিকানা (একাধিক হইলে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে) ঃ

৪। মামলার আসামীদের বিবরণ- নাম, পদবী, বেতনক্রম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), পিতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা [ছবি] ঃ

৫। তদন্তে আগত আসামীদের বিবরণ ঃ (ক্রমিক নং ৪- এর অনুরূপ)

৩৫

৬। গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের বিবরণ ঃ
(যদি থাকে)

৭। আসামী বর্তমানে পাবলিক ঃ
সার্ভেন্ট হিসাবে বহাল আছেন
কিনা

৮। মামলা রুজুর পটভূমি ঃ
(কিভাবে দুর্নীতির বা এতদবিষয়ে অভিযোগ পাওয়া যায়, কাহার আদেশে কে অনুসন্ধান করেন, অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর কাহার আদেশে মামলা রুজু করা হয় এবং থানার কোন্ কর্মকর্তা মামলা রেকর্ড করেন, ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে)

৯ মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ঃ
(ঘটনাক্রমে অনুসারে অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু উল্লেখ করিতে হইবে)

১০। তদন্ত ঃ (ক) তদন্তভার গ্রহণ

(খ) ঘটনাস্থল পরিদর্শন

(গ) সাক্ষ্য প্রমাণের বিবরণ ও পর্যালোচনা াচনা [ইহাতে জব্দকৃত রেকর্ডপত্রের বিবরণ ও পর্যালোচনা, সাক্ষ্যের বক্তব্য ও (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) এবং বিভাগীয় তদন্ত হইয়া থাকিলে উহার ফলাফল অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে ।]

(ঘ) Code of Criminal procedure, 1898 (Act V of 1898) এর ধারা ১৬১ ও ১৬৪ মোতাবেক গৃহীত আসামীর বক্তব্য পর্যালোচনাপূর্বক ঘটনা প্রবাহের আলোকে সুস্পষ্ট মতব্য ।

(ঙ) ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬১ ধারা এ আসামীর

ঃ

১১। তদন্তকারী কর্মকর্তার
মতামত
(তদন্তের ফলাফলের আলোকে যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখপূর্বক আসামীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ ইহাতে থাকিবে)

(ক) যে সব আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করিতে হইবে তাহাদের নাম ও অপরাধের ধারাঃ

(খ) যে সব আসামীকে অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে তাহাদের নামঃ

(গ) যে সব আসামীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা দেওয়া হইবে তাহাদের নাম :

(ঘ) অনুরূপভাবে এফআরটি/এফআর এজে এমএস/এফআর এজে এমএল এর সুপারিশের ক্ষেত্রে ও বিস্তারিত কারণ উল্লেখ করিতে হইবে :

১২ ক্যালেন্ডার অব এভিডেন্স বা সাক্ষ্যপঞ্জি : সংযুক্ত ছক অনুসারে

তদন্তকারী কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও নাম-

৫০৩

ফরম -১১

পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণের ফরম
[বিধি ৬ (১৮) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, পদবী, বেতনক্রম ও কর্মস্থলের ঠিকানা	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ভিত্তিতে অপরাধের বর্ণনা	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ভিত্তিতে অপরাধের ধারা	গৃহিত ব্যবস্থা

থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার
নাম ও স্বাক্ষর সীল

৯৫

ফরম -১২

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক যথাযথ
কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণের ফরম
[বিধি ৬ (১৮) দ্রষ্টব্য]

দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়িত্ব প্রাপ্ত
কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

ফরম -১৩

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীকে তদন্তের
অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিতকরণের ফরম
[বিধি ৬(১৯) দ্রষ্টব্য]

থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার
নাম ও স্বাক্ষর সীল

ফরম -১৪

জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশকারীকে পুরস্কার প্রদানের ফরম

বিধি ১০ দ্রষ্টব্য

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্ব প্রাপ্ত

কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

৬০৫